مجالات

العبادة في الإسلام

ইসলামে ইবাদতের পরিধি

باللغة البنغالية

ইসলামে ইবাদতের পরিধি

লেখক

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ শামাউন আলী

সম্পাদনা

জয়নুল আবেদীন আবদুল্লাহ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القسم العلمي بالدار

مجالات العبادة في الإسلام./ القسم العلمي بالدار.- الرياض، ١٤٢٥هـ

٦٤ ص، ١٢ × ١٧ سم

ردمك: ٤ - ٩ - ٩٥٤٩ - ٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- العبادات (فقه إسلامي)   أ- العنوان

ديوي ٢٥٢   ١٤٢٥/٤٩٠٢

رقم الإيداع: ١٤٢٥/٤٩٠٢

ردمك: ٤ - ٩ - ٩٥٤٩ - ٩٩٦٠

الطبعة الأولى

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকের কথা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে বিশ্ববরেণ্য আলেম ইউসুফ আলকারজাভীর 'মাজালাতুল ইবাদাহ ফিল ইসলাম' বা ইসলামে ইবাদাতের পরিধি পুস্তিকা খানির অনুবাদ ও সম্পাদনা শেষ করেছি। এ পুস্তিকায় তিনি ইবাদাতের পরিধি বা ক্ষেত্র সম্পর্কে পাঠক সমাজের সামনে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। আমাদের সমাজে মূলত ইবাদাত বলতে নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি নির্ধারিত কাজ কর্মকে বোঝান হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদাতের অর্থ হচ্ছে ব্যাপক প্রসারিত। ইবাদত মানুষের সারা জীবনে ব্যাপ্ত। মানুষের জীবনের প্রতিটি সেকেণ্ড, প্রতিটি মিনিট সবই আল্লাহর ইবাদাতের শামিল বা অন্তর্ভুক্ত হবার দাবী করা হয়েছে ইসলামের পক্ষ হতে।

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ»-

(الذاريات ٥٦)

"আমি মানুষ ও জিনকে একমাত্র আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।" (যারিয়াত ঃ ৫৬)

এর অর্থ হচ্ছে মানুষ সর্বাবস্থায় সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত করবে। মানুষের নামায, রোযা, যেমন ইবাদাত বলে গণ্য

হবে তেমনি তার হালাল রুজির সন্ধান, সন্তান সন্তুতির লালন পালন ভরন পোষণ ইত্যাদিও ইবাদাতের অংশ। একজন মানুষ যখন রাস্তা থেকে একটা কাটা সরাবে তখন তা ইবাদাত বলে গণ্য হবে। মানুষ যখন অন্য মানুষকে রাস্তা চিনিয়ে দিবে তখন তাও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি যখন একজন পথচারীর বোঝা একটা রিকসায় বা যান বাহনে উঠিয়ে দিবে তখন তাও ইবাদাত বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তির চিঠির খামের উপর ঠিকানা লিখে দেয় তা হলে তাও ইবাদাতের মধ্যে শামিল হবে। অভাবীর অভাব পূরণ, মুখাপেক্ষীর সহযোগিতা সবই ইবাদাত। কোন কৃষক বা চাষী যদি অন্য চাষীর ক্ষেতের আইলের ভাঙ্গা অংশ মেরামত করে দেয় তাহলে তাও তার ইবাদাত। অন্যের ক্ষেতের গরু-ছাগল তাড়িয়ে ক্ষেতকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করাও ইবাদাত। রোগীর সেবা, কাউকে হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, কাউকে শিক্ষিত হতে সহযোগিতা করা, বিপদে পাশে দাড়ানো, কাউকে ভাল পরামর্শ দেয়া, কাউকে চাকরী বাকরী দিয়ে সহযোগিতা, বিয়ের যোগ্য কন্যার পিতাকে মেয়ে বিয়ে দেয়ার কাজে সহযোগিতা করা সবই ইবাদাত। তবে সকল কিছুর সাথে শর্ত একটাই যে, ইবাদতকারীর নিয়ত সহিহ হতে হবে। ইবাদাতকারীর নিয়ত ছহিহ না হলে তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। রিয়া, লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ স্প্রীহা সব কিছুই মানুষের

নেক আমলকে বরবাদ করে দেয়। আর এসব বদগুন ও বদ খাসলতের অধিকারী ব্যক্তি জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়। তার কোন নেক আমলই নেক আমল বলে গণ্য হয় না।

ইসলামের ইবাদাত কতিপয় আনুষ্ঠানিক ধ্যান-ধারনায় সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামের সাথে অন্য ধর্মের পাথক্য এখানেই। অন্যান্য ধর্মে ইবাদাত কতিপয় সাপ্তাহিক বা মাসিক কিম্বা বাৎসরিক উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস দ্বারা সামন্যতম উপকৃত হলেও আমরা আমাদের শ্রমকে স্বার্থক মনে করবো।

আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এই মুনাজাত করছি, তিনি যেন আমাদের গোটা জীবন ও জিন্দেগীকে তার ইবাদাতের মধ্যে শামিল রাখার তাওফিক দান করেন। আমীন॥

সূচীপত্র

প্রারম্ভিকা	7
ইসলামে বর্ণিত ইবাদতের পরিধি	8
ইবাদত দ্বীনের সব কিছুকেই শামিল করে	9
ইবাদত পুরো জীবনকেই শামিল করে	12
ইবাদত হল আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি অনুগত হওয়া	16
যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত পন্থা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর অনুসরণ করল সে তাঁর ইবাদতে শিরক করল	19
কল্যাণমূলক সামাজিক কাজ ইবাদত	23
জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজও শর্তসাপেক্ষে ইবাদত বলে গণ্য হবে	32
এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মিলনও ইবাদত বলে গন্য	37
আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক করুন, আপনার পুরো জীবনটাই ইবাদত বলে পরিগণিত হবে	38
ব্যক্তি ও জীবনের উপর এ শামিলের প্রভাব	41
ইবাদত মানুষের পুরো অস্তিত্বকেই শামিল করে	45
কোন ইবাদত সর্বোত্তম?	53

প্রারম্ভিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার এবং সাহাবাদের উপর। অতপর এ বইটি যা আমরা পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিচ্ছি তা ইসলামের এক মহান বিষয় 'ইবাদত' সম্পর্কে লিখা হয়েছে। ইবাদতের পরিধি কি? ইবাদতের ক্ষেত্র কি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা আমাদের বিষয় বস্তুকে নিম্নোক্ত বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব।

এক. ইসলামে বর্ণিত ইবাদতের পরিধি।

দুই. যে ব্যক্তি আল্লাহর পন্থা বাদ দিয়ে অন্যকোন মতাদর্শকে অনুসরণ করবে সে তাঁর ইবাদতে শিরক করল।

তিন. কল্যাণমূলক সামাজিক কাজ ইবাদত।

চার. দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক করলে আপনার পুরো জীবনই ইবাদত বলে গণ্য হবে।

পাঁচ. ইবাদত মানুষের সারা জীন্দেগীকেই শামিল করে।

ছয়. ইবাদতের পঞ্চাশটি স্তর অন্তঃকরণ ও শরীরের উপর বন্টিত।

সাত. কোনটি সর্বোত্তম ইবাদত?

ইসলামে বর্ণিত ইবাদতের পরিধি ঃ

আমরা জানি যে এই জমিনের বুকে মানুষের মূল দায়িত্ব হল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা যিনি তাকে সৃষ্টি করে অবয়ব দান করেছেন এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন।

আমরা ইবাদতের অর্থ এও জেনেছি যে, একমাত্র আল্লাহকেই ডাকা, তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা তারই উদ্দেশ্যে সবকিছু সম্পাদন করা। এখন আমাদেরকে জানতে হবে ইবাদতের ধরণ, এর প্রকারভেদ, এর বহিঃপ্রকাশ এবং ক্ষেত্র। আমরা অন্যভাবেও বলতে পারি, আমাদেরকে এ প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে যে, আমরা কিসের দ্বারা মহান আল্লাহর ইবাদত করব? যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ একান্ত অনুগত হয়ে তাঁর আনুগত্য করব, যার সাথে চূড়ান্ত ভালবাসা যুক্ত থাকবে। কিসের দ্বারা এই আনুগত্য হবে? আনুগত্য ও ভালবাসার আনুগত্য কোন ক্ষেত্রে হবে? এই প্রশ্নের উত্তরই আমাদেরকে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করে দেবে যে, ইসলামে ইবাদতের অর্থ ব্যাপ্ত, সব কিছুকেই শামিল করে, এর দিগন্ত অনেক প্রশস্ত। এই শামেলিয়াত বা ব্যাপ্ততার দুইটি বহিঃপ্রকাশ রয়েছে ঃ

প্রথমত ঃ এটি পূরো দ্বীন ও পুরো জীবনকেই শামিল করে।

দ্বিতীয়ত ঃ মানুষের অস্তিত্বকেই শামিল করে যা আমরা আমাদের আলোচনায় তুলে ধরব।

ইবাদত দ্বীনের সব কিছুকেই শামিল করে ঃ

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ

«يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ»-(البقرة : ٢١)

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর।" ইবাদত কি? এর শাখা-প্রশাখা কি? পূর্ণ দ্বীন এর মাঝে দাখিল কিনা?

শায়খ (রহঃ) এর জবাব বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন তাঁর 'উবুদিয়া' নামে খ্যাত পুস্তিকায়। তিনি উল্লেখ করেন, "ইবাদত হল এক ব্যাপক অর্থবোধক বিষেশ্য, যাতে আল্লাহ তা'য়ালার পছন্দ ও সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এমন সব প্রকাশ্য ও গোপনীয় কথা ও কাজ। যেমন নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব, সত্য কথা বলা, আমানত আদায় করা, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, অঙ্গীকার পূরণ করা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দান, কাফের মুনাফেকদের সাথে জিহাদ করা, ইয়াতীম মিসকীন প্রতিবেশী এবং পথিকের সাথে সদয় আচরণ করা, চাকর-বাকর ও জীবজন্তুর প্রতি দয়া করা, দু'আ, যিকির, কেরাত ও এধনের সব কাজই ইবাদত।"

"তেমনি আল্লাহ ও রাসূলকে (সাঃ) ভালবাসা, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া, তাঁর নির্দেশের উপর সবর করা, তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, তাঁর ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া, তাঁর

প্রতি ভরসা রাখা, তাঁর দয়ার প্রতি আশা রাখা এবং তাঁর শাস্তির ভয় করা, এধরনের সব কাজই ইবাদত।” (উবুদিয়া, আল মাকতাবুল ইসলামী, স. ২, পৃ. ৩৮)

আমরা দেখতে পাই যে, ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ইবাদতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে ইবাদতের ক্ষেত্র ও পরিধি ব্যাপক বিস্তৃত। এতে ফরজ ও ইবাদতের রুকন নামায, রোযা, হজ্ব, জাকাতের সব কিছুকেই শামিল করে।

এতে ফরজের অতিরিক্ত বিভিন্ন ধরনের নফল যেমন তেলাওয়াত, দু'আ, এস্তেগফার তাসবীহ, তাহ্‌লীল, তাকবীর পাঠও শামিল হয়।

উত্তম আচরণ, আল্লাহর বান্দাদের অধিকার পূরণ করা, যেমন পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, ইয়াতীম মিসকিন ও পথিকের প্রতি সদয় হওয়া, দুর্বলের প্রতি করুণা করা, জীবজন্তুর প্রতি দয়া করাও এতে শামিল।

ইবাদতের মাঝে উত্তম চরিত্র এবং মানবতার সকল গুণাবলী যেমন সত্যকথা বলা, আমানত আদায় করা, অঙ্গীকার পূরণ করা ইত্যাদিও শামিল।

তেমনিভাবে আমরা যাকে 'আখলাকে রব্বানী' বলে অবিহিত করি, যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা, খোদাভীতি, তার প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া, তার নির্দেশের প্রতি সবর করা, তার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তার ফয়সালায় সন্তুষ্ট

থাকা, তার প্রতি ভরসা করা, তাঁর রহমতের আশা করা এবং তার শাস্তির ভয় করাও শামিল।

সর্বশেষে ইবাদাত ইসলামে দুটি বড় ফরজ যা এসবের কেন্দ্রবিন্দু ও মূল বিষয়কে শামিল করে তাহল ঃ

(১) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান।

(২) আল্লাহর পথে কাফের মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

বরং ইবাদত শামিল করে এমন একটি বিষয়কে যার গুরুত্ব ও বিপজ্জনকতা মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বের দাবীদার। ইবনে তাইমিয়া অন্যত্র যা উল্লেখ করেছেন তা হল, সম্ভাব্য কার্যকারণ (আসবাব) গ্রহণ এবং আল্লাহর নীতির অনুসরণ। অতএব আল্লাহ তা'য়ালা যত কার্যকারণের নির্দেশ দিয়েছেন তাই ইবাদত। (উবুদিয়া, পৃ. ৭৩)

আরো বেশী অগ্রসর হয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'পূর্ণ দ্বীনই ইবাদতের মাঝে দাখিল। কেননা দ্বীনের অর্থ অনুগত হওয়া, বিনয়ী থাকা। বলা হয়েছে دنته فدان অর্থাৎ তাকে বাধ্য করেছি, যার ফলে সে অনুগত হয়েছে এবং বলা হয়ে থাকে يدين الله ويدين لله। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ইবাদত করছে, তার আনুগত্য করছে, তার নিকট বিনীত হচ্ছে। তাই আল্লাহর দ্বীন হল ঃ তার ইবাদত করা, তার অনুগত্য করা, তার প্রতি অনুগত ও বিনীত হওয়া। ইবাদতের মূল অর্থই হল অনুগত ও বিনীত হওয়া। (উবুদিয়া, পৃ. ৪৩, ৪৪) এ থেকেই দেখা যায় যে, দ্বীন ও ইবাদত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইবাদত পুরো জীবনকেই শামিল করে ঃ

আমরা জানতে পারলাম যে দ্বীনের পূরোটাই ইবাদত, যেমনটি ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) বলেছেন এবং আরো জানতে পারলাম যে, দ্বীন মানুষের পুরো জীবনের পথনির্দেশনা রচনা করেছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ভাবে এবং তার চলার পথ ও সম্পর্কের সীমা নির্ধারণ করেছে আল্লাহর দেয়া পথ নির্দেশনার আলোকে। আমরা আরো জানতে পারলাম যে, আল্লাহর ইবাদত পুরো জীবনকেই শামিল করেছে, তার সব কর্মকান্ডকেই নিয়ন্ত্রিত করছে ঃ খাওয়া, পান করা, পেশাব পায়খানা করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রগঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা করা, অর্থনৈতিক লেনদেন, পারস্পরিক লেনদেন এবং বিচার, শাস্তি, রাষ্ট্রের মূলনীতি নিয়ন্ত্রন যুদ্ধ ও শান্তি কালীন সময়ে।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই কুরআন শরীফে আল্লাহ তার মুমিন বান্দাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। শরিয়তে জীবনের বিভিন্ন দিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা বাকারায়- বিভিন্ন নির্দেশের জন্য একই শব্দের ব্যবহারে "كُتِبَ عَلَيْكُمْ" তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে-বা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে ঃ এজন্য আমরা এসব আয়াত দেখতে পাই ঃ

«يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى»۔ (البقرة : ١٧٨)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর নিহতের ব্যাপারে কেসাস ফরজ করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৮)

«كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَ حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ»۔ (البقرة : ١٨٠)

"তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়, তবে তার জন্য ওসিয়ত করা ফরজ করা হয়েছে, পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮০)

«يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ»۔ (البقرة : ١٨٣)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা

খোদাভীরু হতে পার।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩)

«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ»۔ (البقرة : ٢١٦)

"তোমাদের উপর সশস্ত্র লড়াই ফরয করা হয়েছে যা তোমরা অপছন্দ করছ। তোমরা যাকে অপছন্দ করছ সম্ভবত তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৬)

কেসাস, ওসিয়ত, রোযা এবং সশস্ত্র লড়াই সংক্রান্ত বিষয়গুলো আল্লাহ তার বান্দাদের উপর ফরয করেছেন, নির্ধারণ করেছেন كُتِبَ বলে। তাদের উপর অবশ্য করণীয় হল, যেন তারা আল্লাহর ইবাদত করে, পূর্ণ আনুগত্য করে।

এর দ্বারা আমাদের নিকট এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যা সম্পর্কে অনেক মুসলমানই অজ্ঞ। কিছু লোকের সামনে ইবাদত শব্দ বললে এর দ্বারা শুধুমাত্র বুঝে নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব ও উমরা দু'আ দুরুদ এবং তাদের কোন ধারণাই নেই যে, এর সাথে নৈতিকতা, উত্তম চরিত্র অথবা বিধি নিষেধ বা অভ্যাস ও প্রচলিত রীতিনীতিরও সম্পর্ক রয়েছে।

আল্লাহর ইবাদত শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্ব, দু'আ, দরুদ

ইত্যাদির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, যা অনেক মুসলমানই মনে করে। যদি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা হয়, অনেক দ্বীনদার ব্যক্তি মনে করে যে, এসব আদায় করলেই সে আল্লাহর হক পুরা করল এবং আল্লাহর ওয়াজিব ইবাদত পালন করল। এসব ইবাদত অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে ইসলামের মূল ভীত্তি। এগুলো আল্লাহর ইবাদতের অংশ মাত্র এবং সম্পূর্ণ ইবাদত নয় যা আল্লাহ তা'য়ালা তার বান্দাদের নিকট থেকে চান।

সত্যি কথা হলো, ইবাদতের যে পরিধির জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, একে তার জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করেছেন এবং জমীনের বুকে এর গুরুত্ব রেখেছেন সে পরিধি খুবই প্রশস্ত যা জীবনের প্রতিটি বিষয়কে শামিল করে পুরো জীবনকেই বেষ্টন করে থাকে।

ইবাদত হল আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি অনুগত হওয়া ঃ

আল্লাহর ইবাদতের দাবী হল ঃ তাঁর সব নিদের্শকে মেনে নেয়া যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং যাকে ভালবাসেন, বিশ্বাস, কর্ম এবং কথনকে। আর জীবনে পরিচালিত করবে আল্লাহর হেদায়েত ও শরিয়ত মোতাবেক। অতএব তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন বা যা নিষেধ করেছেন অথবা হালাল করেছেন কিম্বা যা হারাম করেছেন সেসব ব্যাপারে তার অবস্থান হল ঃ

«سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ»۔ (البقرة : ٢٨٥)

"আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। হে প্রভু! আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৮৫)

সুতরাং মুমিন ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য হল ঃ মুমিন তার নিজের আত্মার এবং অন্যান্য মাখলুকের ইবাদত থেকে বের হয়ে তার রবের ইবাদতের পানে যায়। সে তার কামনা বাসনার আনুগত্য থেকে বের হয়ে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে যায়। মুমিন এমন লাগামহীন হতে পারে না যে, তার মন যা চায় বা অন্যরা যা চায় তা-ই করবে। বরং সে তার অঙ্গীকার মানতে বাধ্য যেন তা পূরা করে তার ওয়াদা পূরণ করে এবং তার নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে আর এই অঙ্গীকার ঈমান থেকেই উৎপত্তি হয়েছে। ঈমানের দাবী

হল ঃ সে যেন তার জীবনের লাগাম আল্লাহর নিকট সমর্পন করে, রাসূল (সাঃ) যেন তাকে পরিচালিত করে এবং নির্ভুল ওহীর পথ দেখায়।

ঈমানের দাবী হল ঃ তার রব বলছেন, আমি তোমাকে নির্দেশ করেছি এবং কতিপয় বিষয়ে নিষেধ করেছি। আর বান্দা বলবে ঃ আমি শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।

ঈমান ঘোষণার দাবী হল ঃ মানুষ তার কামনা বাসনার অনুসরণ থেকে বের হয়ে তার রবের দেয়া শরীয়তের অনুসরণ করবে অনুগত হবে। এ বিষয়েই কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا»۔

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর এখতিয়ার নেই যে, সে এতে ভিন্নমত পোষণ করে। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে সে প্রকাশ্য গোমরাহীতে নিপতিত হবে।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

আরো বলা হয়েছে ঃ

«اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا

وَاَطَعْنَا ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ»۔ (النور : ٥١)

"মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।" (সূরা নূর ঃ ৫১)

এজন্যই সে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত কারী নয়, যে বলে নামায পড়ব, রোযা রাখব ও হজ্ব করব। কিন্তু আমি স্বাধীন, শুকরের মাংস খেতে বা মদপান করতে অথবা সুদ খেতে কিম্বা শরিয়তে যা কিছু আমার মনপুত না হয় তা প্রত্যাখান করতে। এতে আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মতাদর্শ গ্রহণ করব।

সে ব্যক্তিও আল্লাহর ইবাদত কারী নয়, যে ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদত (শায়ায়ের) পালন করে কিন্তু ইসলামের শিষ্টাচার ও প্রথা নিজেও মানে না বা তার পরিবারেও মানা হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি খাঁটি রেশম ব্যবহার করল বা স্বর্ণের কিছু ব্যবহার করল অথবা পুরুষ হয়ে নারীর সাজে সাজলো কিম্বা মেয়ে হয়ে এমন পোষাক পরল যা দ্বারা তার লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে, শরীর ঢাকে না, হিজাবের দাবী পূরণ হয় না।

সে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতকারী নয়, যে মনে করে যে, ইবাদতের গন্ডি মসজিদের চার দেয়ালের মাঝে সীমাবদ্ধ। সে তার জীবনে যা মনে চায় তাই করে, সে প্রকৃত পক্ষে তার নিজের নাফসের ইবাদত করল। অন্যভাবে বলতে পারি- সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণে স্বাধীন বা সে তার কামনা বাসনার গোলাম।

যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত পন্থা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর অনুসরণ করল সে তাঁর ইবাদতে শিরক করল

ইবাদতের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে অনেকেই গুরুত্ব দেয় না, তা হল ঃ আল্লাহর শরিয়তের প্রতি অনুগত হওয়া, তার হুকুমের পাবন্দ হওয়া, হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম হিসেবে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে এবং ফরজকে ফরজ ও সীমারেখাকে সীমারেখা হিসেবে গ্রহণ করা।

যদি কোন ব্যক্তি এসব ইবাদত পালন করে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্ব ও উমরা করে কিন্তু তার ব্যক্তি জীবনে বা বৃহত্তর পরিসরে কিম্বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে, তাহলে সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদত করে এবং আল্লাহর অধিকার অন্যকে সমর্পন করে।

আল্লাহ তায়ালাই তার সৃষ্টির জন্য একমাত্র বিধানদাতা। কেননা সৃষ্টির সবকিছুই তার রাজত্ব এবং সব মানুষই তাঁর বান্দা। তিনিই একমাত্র নিষেধ করার এবং আদেশ দেয়ার অধিকার রাখেন। তার রবুবিয়্যাতের দাবী হিসেবে এবং সব কিছুর মাবুদ হিসেবে তিনিই বলতে পারেন, এটি বৈধ (হালাল), ওটি অবৈধ (হারাম)। কেননা তিনি মানুষের প্রভু, মানুষের মালিক, মানুষের ইলাহ (উপাস্য)।

সুতরাং যে ব্যক্তি দাবী করবে যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকেই তার ইচ্ছামত বিধান দেয়ার অধিকার রয়েছে, নির্দেশ-নিষেধ করার

এখতিয়ার রয়েছে, হালাল-হারাম করার হক রয়েছে, তাহলে সে তার সীমারেখা অতিক্রম করল এবং নিজেকে প্রভুর আসনে বসালো, তা জেনে বা না জেনেই করুকনা কেন!

যে ব্যক্তি তার অধিকার স্বীকার করল, তার দেয়া বিধানকে মেনে নিল, তার মতাদর্শকে অনুসরণ করল, তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে মেনে নিল তাহলে তাকে সে রব হিসেবে গ্রহণ করল এবং আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করল এবং সে মুশরিকদের অন্তর্গত হয়ে গেল, তা সে জেনেই করুক বা অজান্তেই করুক না কেন। কুরআন শরীফে এদেরকে শিরককারী বলে চিহ্নিত করেছে এবং তাদেরকে এ বলে অভিযুক্ত করেছে যে, তারা তাদের পাদ্রী পুরোহিতদেরক প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে। এটা তখন বলা হয়েছে যখন তারা তাদের নেতাদের আনুগত্য করেছিল, তাদের দেয়া বিধানকে মেনে নিয়েছিল, যার অনুমতি আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে দেননি।

মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

«اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ»- (التوبة : ٣١)

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের পাদ্রী পুরোহিত ও মরিয়মের পুত্র মসীহকে নিজেদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারা যে শিরক করছে তা থেকে তিনি পবিত্র।" (সূরা তাওবা ঃ ৩১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা স্বয়ং তিনিই করেছেন যিনি আল্লাহর কালামের তাৎপর্য সবচেয়ে বেশী বুঝেন, তিনি হলেন রাসুল (সঃ) যিনি নিজে থেকে কিছুই বলেন না আল্লাহর ওহী ব্যতীত। আসুন দেখা যাক, নবী করীম (সঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা কিভাবে করেছেন। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে জারীর আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। যখন তার নিকট রাসূলের দাওয়াত পৌছে তখন সে সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। সে জাহেলিয়াতের যুগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল । তার এক বোন এবং তার গোত্রের কিছু লোক রাসূলের বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। রাসূল (সঃ) তার বোনের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন এবং তাকে কিছু উপঢৌকন দিয়ে মুক্ত করে দেন। তার বোন তার নিকট (ভাইয়ের) ফিরে আসে। সে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আদী ইবনে হাতেম শেষ পর্যন্ত রাসূলের নিকট মদীনায় আগমন করেন। তিনি ছিলেন তার দলের নেতা। তার পিতা হাতেম তাঈ জাহেলিয়াতের যুগের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন যা সকলেই জানে। আদি মদীনায় আসলে লোকজন তার আসার ব্যাপারে কথাবার্তা বলা শুরু করে। সে রাসূল (সঃ) এর দরবারে এসে প্রবেশ করে। তার গলায় চাঁদীর তৈরী ক্রস ঝুলছিল।

রাসূল (সঃ) তখন এ আয়াত পাঠ করেছিলেন ঃ

«اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ»

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পাদ্রী পুরোহিতদেরকে নিজেদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে।" তিনি বলেন, আমি বললাম, তারা তাদের ইবাদত করত না। তখন তিনি বললেন ঃ হ্যা, তারা তাদের হালাল বস্তুকে হারাম করে দিয়েছিল এবং হারামকে হালাল করে দিয়েছিল, আর তারা তা মেনে নিয়ে ছিল । এটাই তাদের ইবাদত করা।"

হাফেজ ইবনে কাসীর তার তাফসীরে বলেন, হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তাদের কৃত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে তাদের অনুসরণ করে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তারা ধর্ম যাজকদের অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কিতাবকে ছুড়ে ফেলে দেয়।

তিনি বলেন, এজন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ "অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য।" অর্থাৎ যা তিনি হারাম করেছেন তা হারাম আর তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল। তিনি যা নির্ধারণ করেছেন তা অবশ্যই পালন করতে হবে এবং তিনি যা নির্দেশ করেছেন তা মান্য করতে হবে। "তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারা যে শিরক করে তা হতে তিনি পবিত্র।" (তফসীর ইবনে কাসীর, খ. ২, প, ৩৪৯)

কল্যাণমূলক সামাজিক কাজ ইবাদত ঃ

এর চেয়েও অধিক, ইসলাম ইবাদতের পরিধি ও ক্ষেত্র বেশ প্রসস্ত করেছে। এতে অনেক কাজই শামিল করেছে যা অনেক মানুষই মনে করত না যে, দ্বীনে এগুলো ইবাদত ও কুরবত বলে গণ্য হবে।

সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিটি কাজই ইবাদত এবং উত্তম ইবাদত বলে গণ্য যদি এ কাজের সম্পাদনকারী এর দ্বারা প্রশংসা বা সুখ্যাতি না চেয়ে থাকে। যে কাজই দুঃখীর চোখের পানি মুছে দেবে বা বিপদ আপদ লাঘব করবে অথবা যার দ্বারা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ দূর করতে সাহায্য করবে কিম্বা বঞ্চিতের মুখে গ্রাস তুলে দেবে বা অত্যাচারিতের পাশে সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে অথবা বিপদ হালকা করবে কিম্বা ঋণগ্রস্তের ঋণ লাঘব করবে অথবা দ্বীনহীনের হাতকে শক্তিশালী করবে, যে লজ্জায় কারো নিকট হাত পাততে পারে না তার হাতকে শক্তিশালী করবে কিম্বা পথ হারাকে পথের দিশা দিবে, বা অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেবে অথবা অপরিচিতকে আশ্রয় দেবে কিংবা কারও বিপদে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে নতুবা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরাবে বা কারও জন্য কল্যাণকর কিছু করবে। এ সবই আল্লাহর ইবাদত এবং নৈকট্যলাভকারী আমল বলে গণ্য হবে, যদি তার নিয়ত সঠিক থাকে।

এ ধরনের অনেক কাজকেই দয়াময় প্রভু ইবাদত বলে গণ্য করেছেন এবং ঈমানের শাখা প্রশাখা বলে অবিহিত করেছেন। আর এ সব কাজের বদলে আল্লাহর নিকটে অনেক সওয়াব মিলবে বলে ঘোষণা

করা হয়েছে।

সুতরাং নামায, রোযা, যিকির, দোয়া শুধুমাত্র ইবাদত নয়...। আপনি শুধুমাত্র আপনার আমল নামায় অনেক ইবাদত ও নেকির কাজ জমা করতে পারেন। যার মর্যাদা ও মূল্য মহান প্রভুর নিকট রয়েছে। যদিও এসব আপনার নিকটে তুচ্ছ ও হালকা বলে মনে হয় কিন্তু পরকালে মিযানে তা অনেক ভারী হবে।

এ ধরনেরই একটি আমল হল কারো মাঝে বিবাদ মিটিয়ে দেয়া। যেমন রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

"هَلْ أَدُلُّكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوْا بَلى . قَالَ : إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ"- (رواه أبو داود والترمذى وابن حبان فى صحيحه)

"আমি তোমাদেরকে কি নামায, রোযা ও সাদকার চেয়েও মর্যাদাপূর্ণ আমলের কথা বলে দেব না? তারা বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন, বিবাদী দুই পক্ষের মাঝে সন্ধি স্থাপন করা। কেননা, দুপক্ষের মধ্যে গোলমাল লাগানোর কাজই মুন্ডনকারী।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান)

অপর বর্ণনায় এসেছে, "আমি বলছি না যে, তা চুল মুন্ডনকারী। কিন্তু তা হল দ্বীনকে মুন্ডন কারী।" (তিরমিযী)

রাসূল (সাঃ) অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজখবর নেয়া ও তার সেবা শুশ্রুষা করার মর্যাদা বর্ণনা করে বলেন ঃ "যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেল, সেবা-শুশ্রুষা করল আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী চিৎকার করে ঘোষণা দিয়ে বলে, তুমি খুব উত্তম কাজ করলে। তুমি উত্তম কাজের জন্য হেঁটে এসেছ এবং তোমার জন্য জান্নাতে বিরাট বালাখানা তৈরি করা হল।" (তিরমিযী, ইবনে মাজা, তবারানী) যে ব্যক্তি পীড়িতের সেবা শুশ্রুষা করল, সে যেন রহমত দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল, যতক্ষণ না বসে পড়ে। আর যদি অসুস্থের পাশে কেউ বসে পড়ে তাহলে সে যেন রহমতের মাঝেই ডুবে গেল। (আহমাদ, বাজ্জার, ইবনে হিব্বান)

নবী করীম (সঃ) আমাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝের কথোপকথনকে অতি চমৎকার ভাবে সাক্ষাৎকার বা ডায়ালগ সিস্টেমে বর্ণনা করেছেন যা কিয়ামতের দিন ঘটবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, তুমি আমার খোজ-খবর নাওনি, সেবা-শুশ্রুষা করনি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে আপনার খোজ-খবর নেব সেবা- শুশ্রুষা করবো, আপনি হলেন সারা জাহানের প্রতিপালক? তিনি বলবেন ঃ তুমি কি জাননি যে আমার উমুক বান্দা অসুস্থ? তুমি তার সেবা-শুশ্রুষা করলে আমাকে সেখানে পেতে। তিনি বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে আপনাকে খাবার দেব, আপনি হলেন

সারা জাহানের প্রতিপালক? তিনি বলবেন ঃ তোমার নিকট আমার উমুক বান্দা খাবার চেয়েছিল, তুমি তাকে খেতে দাওনি। যদি তুমি তাকে খেতে দিতে তাহলে আমাকে সেখানে পেতে। তিনি বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে, হে রব! আমি কিভাবে আপনাকে পানি পান করাবো, আপনি হলেন সারা জাহানের প্রতিপালক? তিনি বলবেন ঃ তোমার নিকট আমার উমুক বান্দা পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি সেদিন তাকে পানি পান করালে আমাকে সেখানে পেতে।" (মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় একটা কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়, আল্লাহ তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন।" মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে পথের মাঝখানে একটা কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেয়ে বলেন, খোদার শপথ! আমি অবশ্যই একে সরিয়ে দিব যেন মুসলমানদের কষ্ট না দিতে পারে... এজন্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান হয়। আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ "আমার নিকট আমার উম্মতের আমল নেক আমল পেশ করা হয় ভাল এবং মন্দ আমল উভয়ই। ভাল আমলের মাঝে ছিল রাস্তা থেকে কষ্ট দায়ক জিনিস সরানো।" (মুসলিম)

ইসলাম এসব আমলকে শুধু ভাল বলেই গণ্য করেনি বরং ইসলাম এসব আমলের দিকে আহবান জানিয়েছে এবং এসব কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছে, এর প্রতি নির্দেশ দিচ্ছে, একে মুসলমানদের দৈনিক কর্তব্যসমূহের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছে যা তাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে, একে কোন সময় বলা হবে সাদকা আবার কোন পর্যায়ে নামায, তবে এটি সর্বাবস্থায় হল ইবাদত এবং মহান প্রভুর নৈকট্য লাভকারী আমল।

হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম বান্দাকে কোন জিনিস জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী ঈমানের সাথে আমল ?

তিনি বললেন ঃ তোমার সম্পদ থেকে খরচ কর।

আমি বললাম, যদি সে ব্যক্তি ফকীর হয়, কোন কিছু খরচ করার সামর্থ না রাখে?

তিনি বললেন ঃ তাহলে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা দেবে।

আমি বললাম, যদি সে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা দেয়ার সামর্থ না রাখে?

তিনি বললেন ঃ সে যেন অশিক্ষিতকে কোন কাজ শিখিয়ে দেয়।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সে যদি কোন কাজ না জানে?

তিনি বললেন ঃ তাহলে নির্যাতিতকে সাহায্য করবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! সে যদি দুর্বল হয়, নির্যাতিতকে সাহায্য করতে না পারে?

তিনি বললেন ঃ তুমি কি তোমার সাথীর জন্য কোন কল্যাণের পথই খোলা রাখবে না? তাহলে সে যেন কোন মানুষকে কষ্ট না দেয়।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। সে যদি এটা করে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে?

তিনি বললেন ঃ কোন মুমিন বান্দা এসব কাজের কোন একটি করলে তার হাত ধরে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান হবে।" (বায়হাকী)

দ্বীনের নবী এ ধরনের কাজের প্রতি প্রত্যেক মুসলমানকে উৎসাহিত করেছেন যদি তার সীমিত সামর্থ থাকে এই ইবাদত যেন পালন করে অথবা সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। ইসলাম এই ইবাদতকে কোন স্থান বা কালের সাথে জড়িয়ে দেয়নি। তেমনি ভাবে এই ইবাদতকে অর্থের সাথে জড়িয়ে দেয়নি যে তা ধনীরা করতে পারবে কিম্বা শারিরিক কর্মের সাথে যা একমাত্র শক্তি ধররাই করতে সক্ষম বরং এটিকে সর্বসাধারণের জন্যই উম্মুক্ত করেছে, প্রত্যেক মানুষই তার সামর্থানুযায়ী তা পালন করবে। এতে ধনী গরীব দুর্বল শক্তিশালী এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই শরীক হবে।

আমরা এ অধ্যায়ে নবী করীমের কতিপয় হাদীস পাঠ করব। এতে

আমরা দেখতে পারব যে, এ ইবাদত মানুষের উপর অপরিহার্য করা হয়েছে এ কারণে যে, সে একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয় বরং এ ব্যাপারে আরো বেশী তাকিদ দেয়া হয়েছে, একে আমল করার জন্য জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক গ্রন্থীর উপর ইবাদত ফরজ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ "মানুষের প্রতিটি জোড়ের উপর সাদকা করা কর্তব্য, প্রত্যেক দিন দুই জন মানুষের মাঝে ইনসাফ করা সাদকা, কারো সওয়ারীর ব্যাপারে সাহায্য করা সাদকা, এর উপর কিছু উঠিয়ে দেয়া বা কোন সামগ্রী নামিয়ে দেয়া সাদকা, ভালকথা বলা সাদকা, নামাযের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকা এবং রাস্তা থেকে কষ্ট দায়ক বস্তু সরান সাদকা।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য ইবাদত করতে হবে। তখন বলা হল, আপনি যা শুনালেন তা খুবই কঠিন কাজ। তিনি বললেন ঃ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়া ইবাদত, দুর্বলের বোঝা বহন করে দেয়া তোমার ইবাদত, রাস্তা থেকে ময়লা দূর করা ইবাদত এবং নামাযের জন্য গমনে প্রতিটি পদক্ষেপই সালাত বা ইবাদত বলে গন্য। ইবনে হযরত বুরায়দা (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ "মানুষের শরীরে ৩৬০টি গ্রন্থি রয়েছে তাকে প্রত্যেক দিন ৩৬০টি

সাদকা করতে হবে। সাহাবীরা বললেন, কে এটা করতে পারবে হে আল্লাহর রাসূল? তারা ধারনা করেছিল আর্থিক সাদকার কথা। তিনি বললেন, মসজিদের মাঝে ময়লা থাকলে তা দূর করা, রাস্তা থেকে কোন কিছু সরিয়ে দেয়া সাদকা।" (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে খুজায়মা, ইবনে হিব্বান)

অনেক গুলো হাদীসে এসেছে যাতে কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে দেখা করা, বধিরকে কথা শুনান, অন্ধকে পথ দেখান, পথ হারাকে পথের দিশা দেয়া, কাউকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসের সন্ধান দেয়া, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, দুর্বল হাতকে শক্তিশালী করা, বা এ ধরনের যত কাজ হতে পারে, তাকে রাসূল (সঃ) সাদকা ও ইবাদত বলে গন্য করেছেন। এর দ্বারা একজন মুসলমান তার সমাজে বসবাস করবে ঝরণার মত যা থেকে কল্যাণ ও রহমত বের হতে থাকবে। তা থেকে কল্যাণ ও বরকত বের হবে। সে নিজে ভাল কাজ করবে অন্যকে ভাল কাজের দিকে আহবান জানাবে। নেকির কাজ করবে, এর পথ দেখাবে। এটি হল কল্যাণের চাবী ও অকল্যাণের তালা যা রাসূল (সেঃ) তাঁর হাদীসে ইঙ্গিত করেছেন ।

"সেই বান্দার জন্য শুভসংবাদ যাকে আল্লাহর কল্যাণের চাবি ও অকল্যাণের প্রতিরোধকারী বানিয়েছেন।" (ইবনে মাজা)

মানুষ যে কল্যাণ ও মঙ্গলের পরিধির মাঝে বাস করে তা মানুষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং তা পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে শামিল করে,

এমনকি পশু-পাখিকেও। মানুষ যদি এর জন্য ব্যয় করে এর কল্যাণ সাধন করে বা এর থেকে ক্ষতি ও বিপদ দূর করে তাহলে তা ইবাদত ও নৈকট্য লাভকারী আমল বলে গন্য হবে এবং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অবধারিত হয়ে যাবে। নবী করিম (সঃ) এক দিন এক ব্যক্তির কথা বললেন, যে একটি কুকুরকে পানির জন্য ছটফট করে মাটি চাটছে দেখে। কুকুরটি পিপাসায় কাতর ছিল। এ দেখে তার দিলে দয়া হল এবং এই কুকরকে তার মোজা কুয়ায় নামিয়ে পানি উঠিয়ে পান করাল । আল্লাহ তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবারা এ ঘটনা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ জীবজন্তুতেও আমাদের জন্য নেকি রয়েছে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ যার মাঝে জীবন রয়েছে তাতেই তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে।" (বুখারী)

ইবাদতের এ পরিধি এমনই ব্যাপক যে তা মানুষ ও অন্যান্য মাখলুকাতের সবকিছুকেই শামিল করে। যারা ইবাদতকে গুরুত্ব দেয় তারা এই কাজ বেশী বেশী করবে এবং বিভিন্ন ধরনের ইবাদত করে মানুষ ও সৃষ্টিকুলের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে নিজেদের ইবাদতের আকাংকা পূরণ করবে এবং ইবাদতখানার চার দেওয়ালের মাঝে নিজদেরকে সীমাবদ্ধ না করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি পর্যায়ে ব্যাপ্ত করবে।

জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজও শর্তসাপেক্ষে ইবাদত বলে গণ্য হবে ঃ

এর চেয়েও আশ্চর্যজনক হল যে, নবী করীম (সঃ) দুনিয়াবী কাজকর্ম যা মানুষ তার জীবিকা নির্বাহের জন্য করে থাকে, নিজের জন্য, পরিবারের জন্য তাও ইবাদত ও কুরবত (আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী আমল) বলে গণ্য হবে, যদিও এর উপকারিতা ব্যক্তি ও পরিবারের গন্ডির বাহিরে না যায়। কৃষক তার ক্ষেতে, শ্রমিক তার কারখানায়, ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়, কর্মচারী তার অফিসে এবং প্রত্যেকেই তার কাজ-কারবারে তার এই কাজকে নামায ও আল্লাহর পথে জিহাদের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, ইবাদত বলে গণ্য করাতে পারে, যদি নিম্নোক্ত শর্তাবলী মেনে চলে ঃ

১. কাজটি যেন ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ হয় ঃ কিন্তু শরিয়তে যাকে অপছন্দ করে যেমন সুদ, গান-বাজনা বা এধরনের কাজ ,তাহলে তা কোন ভাবেই ইবাদত বলে গণ্য হবে না। আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পুত পবিত্র জিনিসই কবুল করেন।

২. এতে যেন সঠিক নিয়ত থাকে ঃ তার নিয়ত থাকবে নিজেকে পুত পবিত্র রাখা, পরিবারের জন্য কল্যাণ করা, উম্মতের উপকার করা, দুনিয়া আবাদ করা, যেভাবে মহান আল্লাহ নির্দেশ করেছেন।

৩. কাজ যেন সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় ঃ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি বিষয়েই ইহসান বিধিবদ্ধ

করেছেন। (মুসলিম) তোমাদের কেউ কোন কাজ করলে যেন তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে। (বায়হাকী)

৪. এতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা মেনে চলা, যেন অন্যায় না করে, খিয়ানত না করে, প্রতারণা না করে এবং অন্যের অধিকার খর্ব না করে।

৫. দুনিয়াবী কাজ যেন তাকে দ্বীনি কর্তব্য কাজ থেকে গাফেল না করে দেয় ঃ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ»۔ (المنافقون : ٩)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে দেয়। যাদেরকে উদাসীন করে ফেলবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (মুনাফিকুন ঃ ৯)

«رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَبَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ»۔ (النور : ٣٧)

"এসব লোককে আল্লাহর স্মরণ, নামায প্রতিষ্ঠা এবং যাকাত প্রদান করা হতে ব্যবসা ও বেচাকিনা বিরত রাখতে পারে না।" (সূরা নূর ঃ ৩৭)

যদি কোন মুসলমান এসব কাজ করে তাহলে সে তার কাজকর্মে আবেদ বা ইবাদতকারী, যদিও সে মসজিদের মেহরাবে বসে নেই বা ইবাদত গাহের চার দেওয়ালের মাঝে অবস্থান করছে না।

হযরত কাব ইবনে আজরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের (সঃ) সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। সাহাবারা তার বলিষ্ঠতা ও কর্মচাঞ্চল্যতা দেখে রাসূলকে (সাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তার এই তৎপরতা আল্লাহর পথে হত অর্থাৎ জিহাদের জন্য হত কিম্বা আল্লাহর কালেমাকে বুলুন্দ করার জন্য তাহলে এটা ছিল উত্তম ইবাদত। তিনি বললেন ঃ যদি সে তার ছোট বাচ্চাদের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে সে আল্লাহর পথেই রয়েছে। যদি তার বৃদ্ধ পিতামাতার খেদমতে বের হয়ে থাকে তা হলে সে আল্লাহর পথে। যদি সে নিজের প্রয়োজনে বের হয়ে থাকে হালাল পথে থাকার জন্য, তাহলে আল্লাহর পথে রয়েছে, আর যদি সে গর্ব অহংকার প্রদর্শন ও রিয়ার জন্য বের হয়ে থাকে তাহলে শয়তানের পথে রয়েছে।" (তবারানী)

কুরআন শরীফ জমীনের বুকে জীবিকা অন্বেষণের কাজটিকে এক সুন্দর ভাষায় অবিহিত করেছে। একে বলেছে, 'আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করা'। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ»- (الجمعة : ١٠)

"যখন নামায শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষন কর।" (সূরা জুমুয়া ঃ ১০)

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

«لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ»- (البقرة : ١٩٨)

"তোমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর তাহলে কোনই গুনাহ নেই।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৮)

মহান আল্লাহ রিযিক অন্বেষণকারী ও আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের একই সাথে উল্লেখ করেছেন এভাবে-

«وَءَاخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَءَاخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ»- (المزمل : ٢٠)

"তোমাদের কেউ কেউ রুযির তালাশে সফর করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে জিহাদে সশস্ত্র লড়াই করবে।" (সূরা মুজ্জাম্মিল ঃ ২০)

নবী করীম (সঃ) কৃষিকাজ, গাছ লাগান, এর দ্বারা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কত নেকী পায় তা বর্ণনা করে বলেন ঃ

"কোন মুসলমান কোন গাছ লাগালে বা কোন কৃষি ক্ষেত করলে তা থেকে কোন পাখি বা মানুষ অথবা কোন জীবজন্তু খেলে তার জন্য সাদকা বলে গণ্য হবে।" (বুখারী)

তিনি আরো ঘোষণা করেন ঃ "সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে জান্নাতে থাকবে।" (তিরমিযী)

এ শিক্ষার আলোকে কোন মুসলমানের উচিৎ হবে না বা এটা কল্পনাও করা যায়না যে, সে পরের গলগ্রহ হয়ে থাকবে অথবা সমাজের নিকট বোঝা হয়ে থাকবে, সে নিবে অথচ দিবে না, জীবন ও মানুষকে পরিত্যাগ করে ইবাদতে মগ্ন থাকবে। বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছুটে চলবে, উৎপাদন করবে, কাজ করবে এবং তার এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, সে নামায এবং জিহাদেই রত আছে।

এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মিলনও ইবাদত বলে গন্য

পূর্বে যা আলোচনা হয়েছে তার চেয়েও আশ্চর্যজনক হল যে, ইবাদতের মাঝে শামিল হবে মুসলমান যা তার প্রবৃত্তির ডাকে প্রয়োজনীয় যৌন চাহিদা পূরণ করে থাকে তাও। সুতরাং খাওয়া, পান করা, স্বামী-স্ত্রীর মিলন এবং এধরনের কাজকে ইসলাম ইবাদতের গন্ডির মাঝে শামিল করেছে একটি মাত্র শর্ত সাপেক্ষে, তা হল– নিয়ত। সুতরাং নিয়ত হল এমন এক যাদুকরী আশ্চর্যজনক জিনিস যা হালাল, মুবাহ এবং অভ্যাসের সাথে যুক্ত হলে তাকে ইবাদত ও কুরবতে (নৈকট্যলাভকারী) রূপান্তরিত করে দেয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, নবী করীম (সঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ "তোমাদের কেউ যৌনকর্ম করলে সাদকা বলে গণ্য হবে।" তারা বললেন, আমাদের কেউ তার কামনা-বাসনা পূরণ করবে আর এর জন্য নেকী পাবে? তিনি বললেন ঃ "তোমাদের অভিমত কি? সে যদি হারাম পন্থায় করত তাহলে কি তার গুনাহ হত?" তারা বললেন, হাঁ! তিনি বললেন ঃ "তেমনি ভাবে সে হালাল পন্থায় সম্পাদন করায় তার নেকী হবে।" (মুসলিম, তিরমিযী)

উলামারা বলেন, এটি আল্লাহর বান্দার প্রতি রহমতের পরিপূর্ণতা। তিনি তাদেরকে তাদের কামনা-বাসনা পূর্ণ করলেও নেকী দান করবেন যদি তারা নিয়ত করে স্ত্রীর হক আদায় করার এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করার। আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য।

আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক করুন, আপনার পুরো জীবনটাই ইবাদত বলে পরিগণিত হবে ঃ

একজন মুসলমান যদি মনে করে যে, সে এ দুনিয়াতে আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি), তার কাজ হচ্ছে তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। সে তাঁর সীমারেখা মেনে চলবে, তাঁর কালেমাকে বুলুন্দ করবে এবং তাঁর অবধারিত বন্দেগী পালন করবে, তা হলে সে তার সব আমলকেই তার রবের রঙ্গে রঙ্গীন করে নেবে। তার তরফ থেকে যে কাজ, কথা, নড়াচড়া ও উঠাবসা সম্পাদিত হবে তার সবই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য ইবাদত বলে গণ্য হবে।

এটিই হল আয়াতের অর্থ যাতে বলা হয়েছে–

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ»۔ (الذاريات : ٥٦)

"আমি মানুষ ও জিনকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" সূরা যারিয়াত ঃ ২৫) কোথায় সে ইবাদত যার উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি আমরা একে কিছু আনুষ্ঠানিক কাজের মাঝে সীমাবদ্ধ করি যা পালন করতে একজন মানুষের সারা দিনে কয়েক মিনিট মাত্র সময় লাগে, আর বাকী সময় তো তার জীবনে থেকে যাচ্ছে। উস্তাদ মুহাম্মাদ আল-গাযালি এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা আমার কাছে খুবই চমৎকার লেগেছে। তিনি বলেন, "ইসলাম

কিছু কাজের নাম নয় যা আঙ্গুলে গননা করা যাবে এর কম বা বেশী হবে না। কক্ষণো নয়! তা হল মানুষের জীবন চলার যোগ্যতা যে নির্দিষ্ট দায়িত সে পালন করছে।

যে ইঞ্জিনিয়ার যন্ত্র তৈরী করে তার এদিকে কোনই ভ্রুক্ষেপ নেই যে, এর মূল্য কত হবে বরং তার দৃষ্টি থাকে যে, তার যন্ত্রটি যেন সর্বদা প্রস্তুত থাকে যে জন্য তাকে তৈরী করা হচ্ছে। বিমানের যোগ্যতা হল উড়ে যাওয়া, কামানের যোগ্যতা হল উৎক্ষেপন করা, কলমের যোগ্যতা হল লেখা.... এই যোগ্যতাই হল কোন জিনিসের মূল্যের মাপকাঠি। যদি আমরা সেটি নিশ্চিত হই তাহলেই গ্রহণ করি এবং এর ফল আশা করি।

তেমনিভাবেই মানুষ। ইসলাম চায় তার মানসিক যন্ত্রপাতি প্রথমেই সঠিক হোক। যদি তার মাঝে কাংখিত যোগ্যতা পাওয়া যায়, দৃঢ় বিশ্বাস ও সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গি থাকে, তাহলে তার জীবন চলার পথে যত কাজই আসবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আল্লাহর আনুগত্যে রূপান্তরিত হবে। টাকা পয়সা তৈরীর মেশিনে কাঁচা মাল (কাগজ, ধাতব বস্তু ইত্যাদি) দেয়ার পর যেমন তা মূল্যবান অর্থে রূপান্তরিত হয়, তেমনি একজন মুসলামনের জীবনে যে কাজই আসুক না কেন, তার ঈমানের চালনি ও সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গির দরুণ তা মূল্যবান ইবাদতে পরিণত হবে।

এই মানসিক যোগ্যতার জন্যই আল্লাহ তাদের দাবী প্রত্যাখান

করেছেন যারা ধোকায় পড়ে ঃ

«وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ الاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصرٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهٰنَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ »- (البقرة : ١١١-١١٢)

"এবং তারা বলে ইহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবেন না। এটা তাদের নিছক আশা। বলুন তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ নিয়ে এস। হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করবে এবং সে এহসানকারী তার জন্য রয়েছে তার রবের নিকট প্রতিফল। তাদের কোন ভয়ভীতি নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা বাকারা ঃ ১১১-১১২)

মানুষের জীবন চলার পথে সৎকাজের কোন সীমা নেই। তা গণনা করা যাবে না, বা কোন ছকে বাধাঁ যাবে না। এজন্যই দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে এবং আমল হবে যথাযথ এবং এর মাধ্যমে কাংখিত পূর্ণতায় পৌছতে হবে।

(এ হল আমাদের দ্বীন, পৃ. ৮৪, মূল আরবী নাম হাজা দ্বীনুনা)

ব্যক্তি ও জীবনের উপর এ শামিলের প্রভাব

ইসলামে ইবাদতের এই ব্যাপকতার অর্থ যেমন আমরা ব্যাখ্যা করেছি তেমনি এর সুপ্রভাব ব্যক্তি ও জীবনের উপর রয়েছে, যা মানুষ নিজে অনুভব করে, অন্যের মাঝেও দেখতে পায় এবং এর প্রতিচ্ছায়া তার আস পাশে দেখতে পায়। এ প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল দুটি বিষয় ঃ

এক ঃ একজন মুসলমান জীবনকে আল্লাহর রঙ্গে রাঙ্গিয়ে তোলে। সে জীবনে যা কিছুই করে তা আল্লাহর পানে নিবদ্ধ করে ফেলে। সে একজন আবেদ, অনুগতের নিয়তে তা আদায় করে, আদায় করে বিনীত সন্তুষ্ট অন্তরে। এ বিষয়টি তাকে কল্যাণকর কাজ বেশি বেশি করতে অনুপ্রাণিত করে এবং জীবন পথে চলার জন্য সঠিক উৎপাদনের পথ সহজ করে দেয় সর্বোত্তম পন্থায়। এর দ্বারা তার নেকীর পাল্লাও ভারী হয় এবং মহান আল্লাহর নৈকট্যভ লাভে সহায়ক হয় । এ অর্থেই তাকে দুনিয়ার কাজ ভাল ও উত্তমরূপে আ াম দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে। যেহেতু সে যা করেছে তা মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন ও তার নির্দেশিত পথেই সম্পাদন করছে।

দুই ঃ এটি একজন মুসলমানকে জীবন চলার পথে একক দৃষ্টিভঙ্গি ও একক উদ্দেশ্য, লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে। কারণ সে তো একজন প্রভুরই সন্তুস্টি অর্জন করতে চায় যা কিছু সে করে বা বর্জন করে তাতে সে তার এ প্রভুর দিকেই সব কিছুতেই– দুনিয়াবী হোক

অথবা পরকালীন হোক– ধাবিত হয়। ব্যক্তি জীবনে বা সামগ্রিক জীবনে তার মাঝে কোন দ্বিধা দ্বন্দ নেই।

সে তো তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা রাতে আল্লাহর ইবাদত করে আর দিনের বেলায় সমাজের ইবাদত করে। সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা মসজিদের মাঝে আল্লাহর ইবাদত করে আর ব্যক্তি জীবনে দুনিয়া অথবা মালের ইবাদত করে।

সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা সপ্তাহে একদিন আল্লাহর ইবাদত করে অতঃপর বাকী দিনগুলোতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদের ইবাদত করে । কক্ষণো নয় ... সে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে যেখানেই থাকুক না কেন, যে অবস্থায় থাকুক না কেন, যেকাজেই থাকুক না কেন ... সে সর্বদাই আল্লাহর পানে নিবদ্ধ থাকে কাজে কর্মে সর্বাবস্থায়।

«وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»۔ (البقرة : ١١٥)

"আল্লাহর জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম। সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিদ্যমান।" (সূরা বাকারা ঃ ১১৫)

এর দ্বারা তার সমস্ত প্রচেষ্টা আল্লাহর পানেই ফিরে যায় এবং তার অন্তঃকরণ আল্লাহর দিকেই নিবদ্ধ হয়। তার জীবনের চিন্তা চেতনা ইচ্ছা আকংখা কোন কিছুই বিভিন্ন দিকে ভাগ হয়ে যায় না, আসেনা এতে কোন বিভক্তি।

তার পূরো জীবনটাই একক, বিভাজ্য নয়, তার চলার পন্থা হল আল্লাহর ইবাদত, তার উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তার পথ নির্দেশক হল আল্লাহর ওহী।

অষ্ট্রিয়ার মুসলিম অধ্যাপক জনাব মুহাম্মাদ আসাদ ইসলামে ইবাদতের বৈশিষ্ট বর্ণনা করে বলেন ঃ "ইসলামে ইবাদতের ধারণা অন্য সব ধর্ম থেকে ভিন্নতর। ইসলামে ইবাদত কতিপয় আনুষ্ঠানিক কাজের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি। বরং তা মানব জীবনের প্রতিটি কাজকেই গণ্য করে। এ জন্যই আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল "আল্লাহর ইবাদত" করা। এতে আমরা এ বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য হই যে, এ জীবন পূরোটাই একই ছকে বাঁধা, এ হল আনুগত্য যদিও এর বিভিন্ন দিক রয়েছে। এভাবেই আমাদের সমস্ত কাজকর্ম এমনকি যেটি একেবারেই মূল্যহীন সবই ইবাদত এবং একে সম্পাদন করতে হবে জেনে বুঝে এবং তা হল মহান আল্লাহর নির্ধারিত পন্থারই এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র, যা মহান আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। একজন সাধারণ মানুষ একে মনে করবে এটা আল্লাহ নির্ধারিত পন্থা থেকে অনেক দূরে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হল এসবই মহান আল্লাহর নির্ধারিত পন্থার অনুকূলে মূল লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে ইসলামের অবস্থানের কোন অপব্যাখ্যা চলে না। ইসলাম আমাদের এ শিক্ষা দেয়– প্রথমত ঃ আল্লাহর স্থায়ী ইবাদত যা মানব জীবনের সমস্ত কাজই বুঝায় সেটির অর্থই জীবন। দ্বিতীয়ত ঃ আমরা যদি আমাদের জীবনকে জড় ও আধ্যাতিক এই দুই ভাগে

ভাগ করি তাহলে এ উদ্দেশ্যে পৌঁছা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অবশ্যই আমাদের এই দুই জীবনকে যুক্ত হতে হবে আমাদের চিন্তা চেতনায় ও কাজে কর্মে যেন তা এক হয়ে যায় ... আল্লাহর একত্ববাদের চিন্তা যেন আমাদের কাজ-কর্মে ও প্রচেষ্টায় প্রকাশ পায়, আমাদের বাহ্যিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাত্ম সাধনের জন্য।

এই দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি ফল রয়েছে যা ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে, তা হল ইসলাম শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মাঝেই সম্পর্ক সৃষ্টি করে না বরং তার সম্পর্ক ব্যক্তি, সৃষ্টিকর্তা এবং দুনিয়ার সমাজ ও পারিপার্শিকতার সাথেও সম্পর্ক সৃষ্টি করে। দুনিয়ার জীবনের ব্যাপারে তারা মনে করে না যে, তা হঠাৎ করে ঘটেছে কিম্বা তা নিছক দুর্ঘটনা মাত্র, বরং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল এটি এক পরিকল্পিত সৃষ্টির ফসল। মহান আল্লাহ এক, তাঁর সৃষ্টিও এক নিয়মে চলছে এবং তাঁর উদ্দেশ্যও এক।

ইসলাম মানুষের জীবনকে এক শেষ পরিনতির লক্ষ্যেই সৃষ্টি করেছে যা তার মৃত্যুর পর পরকালের জীবনে ঘটবে, এ দুনিয়ার জীবনেই তাকে পূর্ণতার কাজ করে যেতে হবে। হিন্দুধর্মে যেমন পুর্নজন্মের বিশ্বাস রয়েছে ইসলামে এর স্থান নেই। বরং ইসলাম মানুষের দুনিয়ার পূরো জীবনকেই একই ধারায় পরিচালিত করে তাকে পূর্ণাঙ্গতা বিধান করতে চায়। (আল ইসলাম আল মুফতারেকুত্ তুরুক, পৃ. ২১-২৩)

ইবাদত মানুষের পুরো অস্তিত্বকেই শামিল করে ঃ

এটি ইসলামে ইবাদতকে শামিল করার দ্বিতীয় বহিঃপ্রকাশ।

ইসলামে ইবাদত যেমন মানুষের পুরো জীবনকে শামিল করেছে তেমিন ভাবে মানুষের পুরো অস্তিত্বকেই শামিল করেছে। এ জন্যই একজন মুসলমান আল্লাহর ইবাদত করবে তার চিন্তা ভাবনার দ্বারা, আল্লাহর ইবাদত করবে তার অন্তঃকরণ দ্বারা, ইবাদত করবে তার জিহ্বার দ্বারা, আল্লাহর ইবাদত করবে তার চক্ষু, কান ও সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা, তার পুরো শরীর দ্বারা, সম্পদ খরচ করার মাধ্যমে, আল্লাহর ইবাদত করবে নিজের জীবনকে খরচ করার মাধ্যমে এবং সে আল্লাহর ইবাদত করবে পরিবার পরিজন ও দেশ ত্যাগ করার মাধ্যমে।

মুসলমান আল্লাহর ইবাদত করবে চিন্তার মাধ্যমে এবং নিজের মাঝে এবং আকাশ মন্ডলী পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে, সে চিন্তা করবে আকাশ পাতাল সৃষ্টির রহস্য এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্ঠি করেছেন সে সম্পর্কে, আল্লাহর নিদর্শনসমূহে এবং এতে কি হিকমত ও হেদায়েত রয়েছে সে সম্পর্কে। সে দৃষ্টি দিবে বিভিন্ন জাতির পরিণতি ও ইতিহাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে এবং এতে কি উপদেশ ও শিক্ষণীয় রয়েছে সে সম্পর্কে। এসব একজন মুসলমানকে তার প্রভু আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করবে যিনি মানুষের জন্য তার কিতাব অবতীর্ণ করেছেন ঃ «لِيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُوْلُوا

الاَلْبَابِ »۔ (ص : ٢٩)

অর্থাৎ - যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে। (সূরা সোয়াদ ঃ ২৯) আর তাদেরকে তাঁর বিজ্ঞানময় গ্রন্থে জ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে আহবান জানিয়েছেন।

« وَفِى الاَرْضِ اٰيَاتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ـ وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ ط اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ »۔ (الذاريات : ٢١)

“বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও তোমরা কি অনুধাবন করবে না?” (যারিয়াত ঃ ২০-২১)

« اِنَّ فِى خَلْقِ السَّموَاتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاٰيَاتٍ لأُولِى الاَلْبَابِ ـ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّموَاتِ وَالاَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ »۔ (آل عمران : ١٩١)

“নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে

বিজ্ঞ লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদেরকে তুমি দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে "এক ঘন্টা চিন্তা ভাবনা করা সারারাত ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।" (আবু শায়খ মওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেন। মারফু সূত্রে দুর্বল সনদে আবু হুয়ায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, এক ঘন্টা চিন্তা ভাবনা করা ষাট বছর ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। ইবনে হিববান আল উজমা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনে যাওজী এ হাদীসটিকে তার 'মওযুয়াত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।)

রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য চলল, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন।" (আহমাদ-আবু হুরায়রা [রাঃ])

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ জ্ঞান অন্বেষণ করা নফল নামাযের চেয়ে উত্তম। ইমাম আবু হানীফাও (রহঃ) এ বক্তব্য পেশ করেছেন। ওহাব (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহঃ) এর নিকট ছিলাম। আমি আমার খাতা পত্র রেখে নফল নামাযে দাঁড়ালাম। তখন তিনি

বললেন ঃ তুমি যার জন্য দাঁড়ালে তার চেয়ে উত্তম হল যা তুমি ছেড়ে গেলে।" (মাদারেজুস্ সালেকীন, খ. ৩)

মুসলমান তার অন্তর, অনুভূতি ও রূহানী চেতনার দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করবে। যেমন আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা, তার রহমতের আশা রাখা এবং তার শাস্তির ভয় করা, তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করা, তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা, তাঁর কাছে লজ্জাবনত হওয়া, তার উপর ভরসা করা এবং তার জন্যই সব কিছু করা। মহান প্রভু বলেন ঃ

«وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ»۔ (البينة : ٥)

"তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, একনিষ্ঠ ভাবে দ্বীনের অনুগত হয়ে।" (বাইয়্যেনা ঃ ৫)

«قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ لاَشَرِيْكَ لَهُ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ»۔ (الانعام : ١٦٣)

"আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তাঁর কোনই শরীক নেই এবং এরই নির্দেশ আমাকে দেয়া

হয়েছে।"(সূরা আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)

মুসলমান তার জিহ্বার দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করবে যিকির, তেলাওয়াত দু'আ, তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর করার মাধ্যমে। কুরআন শরীফে এসেছে ঃ

«يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا - وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً »- (الاحزاب : ٤١-٤٢)

"হে ইমানদারগণ! তোমরা বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ কর এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর।" (সূরা আহযাব ঃ ৪১-৪২)

«وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالاٰصَالِ وَلاَتَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ »- (الاعراف : ٢٠٥)

"আর স্মরণ করতে থাকুন আপনার প্রভুকে মনে মনে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকতে থাকুন সকাল ও সন্ধ্যায় এবং আপনি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" (সূরা আ'রাফ ঃ ২০৫)

রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমরা কুরআন পড়। কেননা তা এর পাঠকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।" (মুসলিম, আহমাদ- আবু উমামা [রাঃ])

এক ব্যক্তি নবী করীমকে বলেন, ইসলামী শরীয়তের বিধান আমার নিকট বেশী বলে মনে হচ্ছে, সুতরাং আমাকে কিছু নির্দেশ দিন যার দ্বারা নিজেকে পুষিয়ে নিতে পারি। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।" (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান)

জিকির বা আল্লাহর স্মরণ দুই প্রকার ঃ (১) প্রশংসামূলক যিকির, যেমন "সুবহান্নাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার ইত্যাদি বলা।

(২) দু'আ মূলক যিকির যেমন ঃ

«رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّا مِنَ الْخَاسِرِيْنَ»۔ (الاعراف : ٢٣)

"হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নিজেদের উপর জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি করুনা না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"(সূরা আ'রাফ ঃ ২৩) (এ দু'আ হযরত আদম ও হাওয়া করেছিলেন যখন তারা নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেছিলেন।)

নবী করীম (সাঃ) থেকে এই দু' প্রকার দু'আ ও যিকির অনেক বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন উপলক্ষে ও সময়ে। একজন মুসলমান তার

অন্তঃকরণকে তার রবের নিকট পৌছাতে পারে এবং জিহ্বাকে সিক্ত করতে পারে আল্লাহ তা'য়ালার যিকিরের মাধ্যমে ঘুমের সময়, ঘুম থেকে জাগার সময়, সকাল ও সন্ধ্যায়, খাওয়া ও পান করার সময়, সফরের সময়, বিপদের সময়, কাপড় পরার সময়, যানবাহনে চড়ার সময়, ঝড় বৃষ্টির সময় ... প্রতি মূহূর্তে এবং প্রত্যেক সময়ে, প্রতিটি অবস্থায়। আলেম ও ওলামারা এ ব্যাপারে অনেক বই লিখেছেন (এর মধ্যে সর্বোত্তম বই হল ঃ ইমাম নববী লিখিত আল আযকার, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রচিত আল কালিমুত্ তাইয়েব এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত আল ওয়াবেলুস্ সাইয়েব)।

প্রশংসিত যিকির হল যাতে অন্তঃকরণ ও জিহ্বা একত্রিত হয়, আর সে জিহ্বার যিকিরে কোন কল্যাণ নেই যাতে অন্তঃকরণ গাফেল থাকে। একজন মুসলমান তার পূরো শরীর দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে ঃ হয়ত বা কামনা বাসনা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে, যেমন রোযা অথবা কাজ কর্ম করার মাধ্যমে, যেমন নামায, এতে মুখ, অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ নড়াচড়া করতে হয়, কাজে লাগাতে হয় অন্তঃকরণ ও জ্ঞান বুদ্ধিসহ।

একজন মুসলমান আল্লাহর ইবাদত করে তার সম্পদ খরচ করার মাধ্যমে, যেমন যাকাত সাদকা ইত্যাদি। ফকীহরা একে 'মালী ইবাদত' বা আর্থিক ইবাদত বলে অবিহিত করেছেন। যেমনটি তারা নামায রোযাকে শারীরিক ইবাদত বলে অবিহিত করেছেন। শারীরিক বলতে মানুষের পূরো অস্তিত্বকেই বুঝান হয়েছে, শুধুমাত্র

জৈবিক শরীর নয়। কেননা ইবাদতের জন্য নিয়ত হল অন্যতম শর্ত আর এর স্থান হল সর্বসম্মতভাবে অন্তঃকরণ। আর পাগল জ্ঞানহীনের ইবাদত সঠিক হয় না এবং তা কবুল করাও হবে না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« حَتَّى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ »۔ (النساء : ٤٣)

"যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমরা কি বলছ? (সূরা নিসা ঃ ৪৩)

একজন মুসলমান তার জীবন ব্যয় করে আল্লাহর ইবাদত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, যেমন আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া, সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে বাধা দেয়া, কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, যেন আল্লাহর কালেমা বুলুন্দ হয় এবং কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হেয় হয়ে যায়।

একজন মুসলমান আল্লাহর ইবাদত করে পরিবার পরিজন ও দেশ ত্যাগ করার মাধ্যমে জমিনে পরিভ্রমন করে ঃ যেমন হজ্ব ও উমরা করতে বা হিজরত করে সে দেশ থেকে, যেখানে দ্বীনের কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না কিম্বা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অথবা উপকারী জ্ঞান অন্বেষণের জন্য ইত্যাদি। এতে একজন মুসলমানকে স্বভাবতই- তার শারীরিক আরাম ও সম্পদ ব্যয় করতে হয় এজন্য একে আমরা শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত বলে গণ্য করব প্রচলিত ফিকহী বিভাজনের দৃষ্টিতে।

কোন ইবাদত সর্বোত্তম?

ইসলামে ইবাদতের ব্যাপকতা রয়েছে, যার আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে পেশ করেছি। এখন প্রশ্ন হল কোন ইবাদত সর্বোত্তম ও আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনকারী?

বিশিষ্ট ইসলামী লেখক ও চিন্তাবিদ ইবনুল কাইয়্যেম (রহ) এ প্রশ্নের জবাব বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ্য করেছেন যা পড়লে অন্তর জুড়িয়ে যায়। তিনি এতে বিভিন্ন লোকের মতপার্থক্য ও দৃষ্টিভঙ্গীও উল্লেখ্য করেছেন এবং প্রত্যেকের দলীল প্রমাণাদিও উল্লেখ্য করেছেন, কোন মতটি সঠিক তাও উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন ঃ বিজ্ঞজনের মতে "আমরা তোমারই ইবাদত করছি" এর মাঝে কোন ইবাদত সবচেয়ে উত্তম এবং উপকারী যাকে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ এ ব্যাপারে চারটি অভিমত রয়েছে। তাঁরা এ ব্যাপারে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন ঃ

প্রথম অভিমত ঃ "সেটাই সর্বোত্তম ইবাদত যা নাফসের উপর কষ্টকর"– এর প্রবক্তারা বলেন, উত্তম ও উপকারী আমল হল যা নাফসের উপর কষ্টকর। তারা মনে করেন, এর দ্বারা মনের কামনা-বাসনার বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়, প্রকৃত পক্ষে এটিই ইবাদতের মূল কথা।

তারা বলেন ঃ নেকী দেয়া হবে কষ্টের উপর ভিত্তি করে। এ ব্যাপারে তারা একটি হাদীস বর্ণনা করেন যার কোন ভিত্তি নেই ঃ "সর্বোত্তম

আলম হল যা কষ্টকর।" এরা হল কট্টরপন্থী ও আত্মার উপর জুলুমকারী।

তারা বলেন ঃ আত্মা এর দ্বারাই সোজা হবে। কেননা তার স্বভাবই হল অলসতা, শৈথিল্য ও জমীনকে আঁকড়ে থাকা। সুতরাং তার উপর বোঝা ও কঠিন কিছু না চাপালে সোজা হবে না।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ "দুনিয়া বিমুখতা ও পরহেজগারিতা"–এর প্রবক্তাতারা বলেন, সর্বোত্তম ইবাদত হল সবকিছু ত্যাগ করা, দুনিয়াকে পরহেজ করা এবং যথা সম্ভব দুনিয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী হওয়া, একে গুরুত্ব না দেয়া, এর কোন কিছুতেই বেশী অগ্রহী না হওয়া।

এরা আবার দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

(১) সাধারণ লোকজন মনে করে যে, এটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, এজন্য তারা এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান এবং এর প্রতি আমল করে অন্যদেরকে এপথে আহবান করে। তারা বলে, এটা ইলম ও ইবাদতের দরজার চেয়ে উত্তম। তারা দুনিয়া বিমুখ। তাকেই তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করে এবং একেই ইবাদতের মূল বলে মনে করে।

(২) বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ঃ এরা এটাকে অন্যের উদ্দেশ্য লক্ষ্য বলে মনে করে। এর উদ্দেশ্য হল আল্লাহর উপর অন্তঃকরণ নিবদ্ধ করা,

এর উপর সব হিম্মতকে একত্রিত করা এবং অন্তরকে একমাত্র তারই মহব্বতের জন্য খালি করা। তারই দিকে ধাবিত হওয়া, তারই উপর ভরসা করা এবং তারই সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। তারা মনে করে যে, উত্তম ইবাদত হল আল্লাহর উপর একীভূত বা একত্রিত হওয়া, অন্তর ও জিহ্বা দ্বারা যিকির করা এবং তাঁরই মুরাকাবায় (ধ্যানে) মগ্ন থাকা। তিনি ব্যতীত অন্য সবকে অন্তর থেকে বের করে দিতে হবে।

এরা আবার দুই দলে বিভক্ত। 'আরেফুন মুত্তাবেউন" (অনুসারী) যখন শরিয়তের কোন আদেশ বা নিষেধ আসে তখন তা পালন করে, যদিও এতে তাদের আল্লাহর উপর একত্রিত ভাব চলে যায়। আরেক দল হল 'আরেফুন মুনহারেফুন (পথ ভ্রষ্ট)। এরা বলে, আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর উপর অন্তরকে একত্রিত করা। যদি এমন কিছু আসে যা আল্লাহ থেকে অন্তরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাহলে তার দিকে তারা ভ্রুক্ষেপই করে না। তাদের কেউ কেউ বলে ঃ

দু'আ দুরুদ তাকেই পড়তে বলা হবে যে ছিল গাফেল
যার কলব সব সময় যিকিরে ব্যস্ত তাকে কিভাবে বলা যাবে?

এরা আবার দু'দলে বিভক্ত। তাদের কেউ কেউ ফরজ ওয়াজিব ত্যাগ করে তাঁর সাথে একত্রিত থাকার কারণে। আর তাদের কেউ কেউ ফরজ ওয়াজিব আদায় করলেও সুন্নাত নফল পরিত্যাগ করে

এবং উপকারী জ্ঞান অন্বেষণ ছেড়ে দেয়া তাঁর সাথে একত্রিত থাকার কারণে।

এক আরেফীন শায়খকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমার আল্লাহর সাথে একত্রিত থাকা অবস্থায় যদি মুয়ায্যিন আযান দেয় তখন যদি আমি বের হয়ে পড়ি তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। আর যদি আমার অবস্থায় থেকে যায় তাহলে তো আমি আল্লাহর সাথেই একত্রিত হয়ে থাকলাম। আমার জন্য কোনটি উত্তম?

তখন তিনি তাকে বলেন ঃ যখন মুয়ায্যিন আযান দিবে আর আপনি আরশের নীচে রয়েছেন, তাহলে উঠুন আল্লাহর আহবান কারীর ডাকে সাড়া দিন। অতঃপর আবার আপনার জাগায় ফিরে আসুন। কেননা, আল্লাহর সাথে একত্রিত হওয়া হল রূহের কাজ আর আহবান কারীর ডাকে সাড়া দেয়া হল রবের হক। রূহের প্রাপ্যকে রবের হকের উপর অগ্রাধিকার দেয়া প্রকৃত পক্ষে 'আমি তোমারই ইবাদত করছি' -এর অন্তর্ভুক্ত বা অনুসারী নয়।

তৃতীয় অভিমত ঃ "সর্বোত্তম ইবাদত হল যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়"– এর প্রবক্তারা মনে করেন যে, সর্বোত্তম ইবাদত হল যার উপকারিতা অন্যের নিকট পৌঁছে অর্থাৎ যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়। তারা মনে করেন দরিদ্রের সেবা করা, সাধারণ লোকজনের কল্যাণ করা ও তাদের প্রয়োজন পূরা করা, তাদেরকে

ধনসম্পদ এবং পদমর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে তাদের কল্যাণ করাই উত্তম আমল । এর জন্য তারা নবী করীম (সঃ) এর এ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ

"اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللّٰهِ ، وَأَحَبُّهُمْ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ" - (رواه أبويعلى)

"সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিবার। তাদের মাঝে সেই বেশী প্রিয় যে তাঁর পরিবারের জন্য বেশী উপকারী ।" (আবু ই'য়ালা)

তারা বলেন ঃ এজন্যই আলেমের মর্যাদা একজন আবেদের উপর যেমন চন্দ্রের মর্যাদা সমস্ত তারকারাজির উপর।

তারা বলেন ঃ রাসূল (সঃ) আলী (রাঃ) কে বলেন ঃ "তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ্ তা'য়ালা একজন লোককে হেদায়েত দান করেন তাহলে তা তোমার জন্য লাল উট পাওয়ার চেয়েও বেশী উত্তম।" এ মর্যাদা তো এজন্যই যে, সে অন্যের উপকার করেছে । তারা এ ব্যাপারে আরো অনেকগুলো হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ

"যে ব্যক্তি কাউকে হেদায়াতের দিকে ডাকল সে তার মত নেকি লাভ করবে যে এর অনুসরণ করবে। এতে তাদের নেকীতে কোন কমতি করা হবেনা।"

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ও ফেরেশতারা মানুষকে কল্যাণকর কিছু শিক্ষাদাতার প্রতি দরুদ ও শান্তি বর্ষণ করেন।"

"একজন আলেমের জন্য আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে তা সবই ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।"

তারা এ বলেও দলীল পেশ করেন যে, আবেদের আমল তার নিজের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ আর উপকারীর আমল অন্যের নিকট পৌঁছে। এদের মাঝে ফারাক কত? তা সহজেই অনুমেয়।

তারা আরো দলীল পেশ করেন যে, ইবাদতকারী মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, আর উপকারকারীর আমল বন্ধ হয় না, যেহেতু তার আমল দ্বারা উপকার হতেই থাকে। তারা আরো প্রমাণ পেশ করেন যে, নবী রাসূলদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে সৃষ্টি কুলের প্রতি এহসান করা ও তাদের হেদায়েত দান করার জন্য এবং তাদের জীবনে কল্যাণ দান করার জন্য এবং তাদের মানুষ হতে বিচ্ছিন্ন হতে বা সমর্পক ছিন্ন করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি। আর এজন্যই নবী করীম (সঃ) তাদেরকে অপছন্দ ও এনকার করেছিলেন যারা ইবাদত করার জন্য সবার সাথে সমর্পক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল।

এদের মতে আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়া, তাঁর বান্দাদের উপকার ও কল্যাণ করা শুধুমাত্র আল্লাহর উপর একত্রিত হবার চেয়ে উত্তম ।

চতুর্থ অভিমত ঃ "প্রত্যেক সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ইবাদত উত্তম"– এর প্রবক্তারা বলেন, সর্বোত্তম ইবাদত হল রবের সন্তুষ্টির

জন্য কাজ করা যখন যেটা সময়ের দাবী রাখে। সুতরাং জিহাদের সময় সর্বোত্তম ইবাদত হল জিহাদ করা যদিও এ জন্যে ছেলেমেয়েদের ছেড়ে যেতে হয়, দিনের রোযা, রাতের নামায ছাড়া লাগতে পারে, বরং পূরা ফরজ নামাযও ছাড়া লাগতে পারে যেমনটি নিরাপদ সময়ে ছিল।

মেহমান উপস্থিত হলে তখন তার মেহমানদারী করতে হবে অন্যান্য দু'আ দরুদ বাদ দিয়ে। তেমনি ভাবে স্ত্রী পরিবার পরিজনের হক আদায় করা।

শেষ রাতে উত্তম হলো নামায পড়া, কুরআন পাঠ করা, দু'আ, যিকির ও ইসতেগফার পাঠ করা। আযান দেওয়ার সময় উত্তম হল সব কিছু বাদ দিয়ে আযানের উত্তর দেয়া।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় উত্তম হল একে উত্তম ভাবে আদায় করার চেষ্টা করা, এর জন্য প্রথম ওয়াক্তেই উপস্থিত হবার চেষ্টা করা, সম্ভব হলে জামে মসজিদে হাজির হওয়া যদিও তা দূরে হয়।

সহায়তা কামনাকারী কোন ব্যক্তির প্রয়োজনের সময় উত্তম হল তার সাহায্যের জন্য শরীর সম্পদ বা প্রভাব প্রতিপত্তি যাই দরকার হয় তা ব্যয় করা, নির্দিষ্ট কারো এ সময় দু'আ দুরুদ পড়ার অভ্যাস থাকলে তা বাদ দিয়ে এসব করতে হবে।

কুরআন তেলাওয়াতের সময় উত্তম হল মনকে নিবদ্ধ করে একে বুঝার জন্য চেষ্টা করা যেন মনে হয় যে আল্লাহ তাকে সম্বোধন করছেন, অন্তরকে এর দিকে নিবদ্ধ করে একে বুঝতে হবে, এর নির্দেশকে বাস্তবায়ন করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করতে হবে, দুনিয়ার কোন বাদশার কাছ থেকে নির্দেশ পাবার চাইতেও বেশী গুরুত্ব দিয়ে। আরাফার মাঠে অবস্থান করার সময় উত্তম হলো আল্লাহর নিকট বিনীত ভাবে দু'আ করা, কাতর কণ্ঠে তার নিকট আকুতি মিনতি পেশ করা। জিল হজ্বের দশ তারিখে বেশী বেশী ইবাদত করা, বিশেষ ভাবে তাকবীর তাহলীল ও তামজীদ পাঠ করা, এটা হল জিহাদের ময়দানে যারা নেই তাদের জন্য জিহাদের চেয়ে উত্তম। রমযানের শেষ দশ দিনে উত্তম হল মসজিদে অবস্থান করে ই'তেকাফে বসা, মানুষের সাথে সংশ্রব ত্যাগ করা, এমনকি অনেক আলেমের মতে এ সময় অন্যকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার চেয়েও এটা উত্তম ইবাদত।

একাকী ইবাদত করা এবং আল্লাহর ধ্যানে থাকার চেয়ে নিজের ভাইয়ের অসুস্থতার সময় অথবা তার মৃত্যুর সময় উত্তম হল তার সেবা শুশ্রুসা করা, জানাযায় শরীক হওয়া, দাফন কাফন করার ব্যবস্থা করা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে উত্তম হল ধৈর্য ধারণ করা, লোকজনের

সাথে থাকা, তাদের থেকে ভেগে না যাওয়া। কেননা যে মুমিন লোকজনের সাথে বিপদের সময় ধৈর্য ধরে থাকে, সে ঐ মুমিনে চেয়ে উত্তম যে বিপদের সময় মানুষের সাথে না থেকে তাদেরকে ছেড়ে পালায়।

প্রত্যেক সময়ে প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রধান্য দেওয়া উত্তম, সে সময়ের ওয়াজিব বা কর্তব্য কাজ আদায় করাই উত্তম এবং সময়ের দাবী অনুযায়ী কাজ করাই হল উত্তম ইবাদত।

এরা হল খোলাখুলি ইবাদতকারী আর এদের পূর্বের দলগুলো হলো নির্দিষ্ট ইবাদতকারী। এরা নিজেদের নির্দিষ্ট ইবাদতকে ছেড়ে অন্য ইবাদত করলে মনে করে যে, তাদের মূল ইবাদত থেকেই বের হয়ে গেছে । এরা একরোখা ইবাদত করে। আর যারা খোলাখুলি ইবাদত করে তাদের বিশেষ কোন প্রধান্য নেই, তাদের প্রধান্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তারা উবুদিয়াতের মনজিলেই ঘুরতে তাকে। যখন ইবাদতের যে মনজিলই তার নিকটে আসে, তখন সে মনজিলেই চড়ে বসে যতক্ষণ না অন্য মনজিল এসে যায়। তার এটিই হল চলার পন্থা যতক্ষণ না তার চালার পরিসমাপ্তি ঘটে। যদি আলেম উলামা দেখেন তাহলে তাকে তাদের মাঝে দেখতে পাবেন। যদি যিকির কারী দেখেন, তাকে তাদের মাঝে দেখতে পাবেন।

যদি ইবাদত কারী দেখেন, তাহলে তাকে তাদের মাঝে দেখতে পাবেন। যদি মুজাহিদ দেখতে পান, তাহলে তাকেও দেখতে পাবেন। যদি সাদকাকারী দেখতে পান, তাহলে তাকে তাদের মাঝে দেখতে পাবেন। যদি আল্লাহর ধ্যানে কিছু লোককে মগ্ন দেখেন, তাহলে তাকে তাদের মাঝে দেখতে পাবেন। এ হল প্রকৃত ইবাদতকারী, সে কোন ছক বাধা ইবাদত করে না এবং কোন বাধা শৃংখলে আবদ্ধ নয়। আর তার আমল নিজের খেয়াল খুশী মতও হয় না এবং ইবাদত কোন কামনা বাসনার উদ্দেশ্য হয় না বরং তার ইবাদত হয় রবের ইচ্ছা ও মর্জি মোতাবেক, যদিও মনের প্রশান্তি ও কামনা বাসনা অন্যতে থাকে। এ হলো প্রকৃত পক্ষে "আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করছি এবং একমাত্র আপনাই নিকট সাহায্য পার্থনা করছি"– এরা এ দাবী সতিই পালন করছে। তার পোশাক যেটাই হোকনা কেন, তার খাবার জুটুক বা না জুটুক, সে সব সময় সে কাজেই ব্যস্ত যখন আল্লাহ যে কাজের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সে কোন শৃংখলে আবদ্ধ নয়, কোন ছকে বাধা নয়, বরং সে মুক্ত, তার কাজ হল সে চলবে আল্লাহর নির্দেশে যখন যে আদেশই আসুক না কেন। সে মেনে চলে নির্দেশ দাতার আদেশ, তা যে দিকেই হোক না কেন। প্রত্যেক হক পন্থীই তাঁর সাথে

সাহচর্য পেতে চায় আর প্রত্যেক বাতিল পন্থীই তাকে এড়িয়ে চলে। সে হল বৃষ্টির মত যেখানেই বর্ষে সেখানেই কল্যাণ বয়ে আনে। সে খেজুর গাছের মত যার পাতা ঝরে পড়ে না। তার সব কিছুই কল্যাণকর এমনকি তার কাঁটাটিও। সে আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ কারীদের উপর কঠোর ও কঠিন হয়, ক্রুদ্ধ হয় আল্লাহর আইনের লঙ্ঘন করা হলে। (মাদারেজুস সালেকীন, ইবনুল কাইয়্যেম, খ. ১,পৃ. ৮৫-৯০)

সমাপ্ত

* * *

مطابع الحميضي ت 4581000 ف 4592217 الرياض

مجالات العبادة في الإسلام

(باللغة البنغالية)

إعداد

القسم العلمي في الدار

ترجمة

محمد شمعون علي

متخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

HOUSE OF THE PROPER KNOWLEDGE
FOR PUBLISHING & DISTRIBUTION
Riyadh- 11438 P.O.Box 32659 Tel 4201177 Fax 4228837

Designed By : BANAN/0126734555

مجالات
العبادة في الإسلام

إعداد :
القسم العلمي في يالدار

ترجمة :
محمد شمعون علي

ردمك : ٤ ـ ٩ ـ ٩٥٤٩ ـ ٩٩٦٠